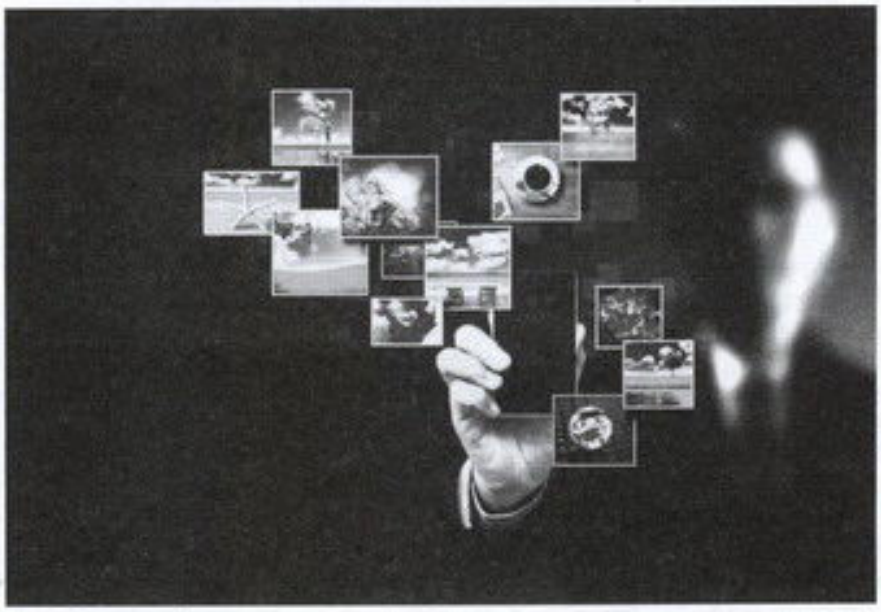

মোবাইল ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস
মেঘ কেটে আলো আসবেই

মুঠোফোনের মূল্য সংযোজিত সেবা (টেক্সট এবং নন-ভয়েস সেবা) ব্যবস্থাপনাকে একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাজাতে দ্বিতীয়বারের মতো উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা তথা বিটিআরসি। তৈরি করেছে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস বা ভ্যাস নামে একটি খসড়া নীতিমালা। মোবাইল ফোননির্ভর এই বিশেষ সেবাটির সাথে একাধিক পক্ষের স্বত্ব-অধিকার থাকায় প্রয়োজন হচ্ছে নতুন এ নীতিমালার। কিন্তু নীতিমালাটি নিয়ে ইতোমধ্যেই দেখা গেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। দেশের টেলিকম আকাশে জমতে শুরু করেছে মেঘ। এ নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন লিখেছেন *ইমদাদুল হক*।

ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস নতুন কোনো ধারণা নয়। আবার এটি শুধু মুঠোফোন সেবার সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। সীমিত আকারে হলেও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মূল ব্যবসায়কে চাঙ্গা রাখতে সহযোগী একাধিক সেবা ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে। আর এই সহযোগী ব্যবসাগুলোকে স্বতন্ত্র রূপ দিতে এখানেও জুড়ে দেয়া হয় বিনিময় মূল্য। এটা সেবা মূল্য নামে পরিচিত। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে মুঠোফোনভিত্তিক নন-ভয়েস সেবাকে 'এমভ্যাস' নীতিমালার আওতায় আনা হয়েছে। আর তাই খসড়া নীতিমালায় মুঠোফোনের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে নন-ভয়েস সেবা দেয়ার ব্যবস্থাপত্রটিকে ভ্যাস বলা হলেও কার্যত আখেরে এটা এমভ্যাস হিসেবে পরিচিত হবে বলেই মনে করছেন বিজ্ঞজনেরা।

নীতিমালাটি যুগান্তকারী আখ্যা দিয়ে দেশের প্রযুক্তিসেবা নির্মাতারা (কনটেন্ট ডেভেলপার) কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করছেন যত দ্রুত সম্ভব এটা বাস্তবায়নের। তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিমত, এই নীতিমালাটি দেশের তরুণ প্রযুক্তি উদ্ভাবকদের সামনে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। সৃষ্টি হবে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র। বাড়বে রাজস্ব আয়ও।

অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে মহাসড়কের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারাবার শঙ্কায় নীতিমালাটিকে টেলিকম শিল্প বিকাশের জন্য গলার কাঁটা বলে মনে করছেন টেলকো অপারেটররা। নীতিমালার নিবন্ধন পদ্ধতি নিয়ে ঘোরতর আপত্তি রয়েছে তাদের।

তর্ক-বিতর্ক শেষে উন্নত বিশ্বের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই 'টেক্সট এবং নন-ভয়েস সেবা' দেয়ার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র একটি নীতিমালা এখন সময়ের দাবি বলেই অভিমত প্রযুক্তিবিদদের। তাদের মতে, নীতিমালাটি যেনো কারো বিরুদ্ধে না যায় এবং দেশের তথ্যপ্রযুক্তি উন্নতির জন্য কাজে আসে সেদিকটাতে সবচেয়ে বেশি নজর দেয়া দরকার। আর উন্নত বিশ্বের পথ অনুসরণ করে বিদ্যমান আইনের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নীতিমালার বাস্তবায়ন করা হলে মেঘ কেটে আলো আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে সুশীল সমাজ।

মুঠোফোন এখন আর শুধু কথা বলা কিংবা প্রিয়জনের খোঁজ-খবর ▸

নেয়ার কাজে সীমাবদ্ধ নেই। জীবনের তাগিদে বেড়েছে এর বহুমাত্রিক ব্যবহার। এর তথ্যসেবা দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে কখনও রক্ষা পাচ্ছে মানুষের অমূল্য জীবন। একই সাথে বিনোদিত হচ্ছেন যান্ত্রিকতায় ক্লিষ্ট নাগরিক। পাশাপাশি এই যোগাযোগ যন্ত্রটিকে আবর্তন করে বিস্তার লাভ করছে নবতর কর্মক্ষেত্র। সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি হচ্ছে বিকশিত। কায়িক শ্রমের পরিবর্তে জ্ঞান, মেধা আর প্রজ্ঞার সমন্বিত প্রচেষ্টায় সহজতর, বর্ণিল এবং আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় হচ্ছে জীবনযাত্রার নানা বাঁক।

সম্ভাবনাময় এই ক্ষেত্রটির পুরোপুরি কাজে লাগাতে গত মার্চে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কমিশন তথা বিটিআরসি মোবাইল ফোনের মূল্য সংযোজিত সেবা (ভ্যাস) লাইসেন্সের খসড়া নীতিমালা তৈরি করে।

দীর্ঘদিন ধরেই ভ্যাস নিয়ে কাজ করে আসছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিসিএল। ১৯৯৭ সালে প্রথম এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে নানা কারণে পরবর্তীতে 'সিপি' বা কনটেন্ট প্রোভাইডার

গাইডলাইন শীর্ষক ওই নীতিমালাটি আলোর মুখ দেখেনি। কিন্তু এর ফলে অমিত সম্ভাবনা থাকার পরও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকে মুঠোফোননির্ভর নাগরিক সেবা। বঞ্চিত হতে থাকেন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী ও কনটেন্ট প্রোভাইডাররা'। এমন পরিস্থিতে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটা সমীচীন নয় ভেবে পুনরায় নীতিমালা নিয়ে কাজ শুরু করে বিটিআরসি। অনেকটা 'সিপি'র আদলে তৈরি করা হয় মুঠোফোনের ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস নীতিমালা।

খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী শুধু দেশীয় কনটেন্ট ডেভেলপার বা সেবা নির্মাতারাই ভ্যাস লাইসেন্স পাবেন। মোবাইল ফোন অপারেটররা এ লাইসেন্স পাবে না। আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান টেলিকম ভ্যাস অপারেটর হিসেবে পরিচিত হবে। মোবাইল অপারেটরদের বিদ্যমান প্রযুক্তি ও অবকাঠামো ব্যবহার করে ভ্যাস সেবা দেবে তারা। এই সেবা দেয়ার পথযাত্রাকে আরও মসৃণ করতে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস প্রোভাইডারদের আইসিএক্স ও এনআইএক্স মডিউলের সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিতে খসড়া নীতিমালায় বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে সেবা উদ্ভাবক সংস্থাগুলো নিজেদের উদ্ভাবিত সেবাগুলোর রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। এতে সার্ভিস প্রোভাইডার এবং অপারেটরদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি যেমন কমবে, একই সাথে নন-ভয়েসে সেবার রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে এ খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

কিন্তু এবারও হোঁচট খেতে বসেছে ভ্যাস। তবে আশার কথা, এবারের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন। কেননা খসড়া নীতিমালাটি ইতোমধ্যেই বেশ আলোচিত হয়ে উঠেছে। চলছে নানা আলোচনা-পর্যালোচনা। রয়েছে জন-চাপও। তারপরও খসড়া নীতিমালা তৈরির শুরুতেই মোবাইল ফোনের মূল্য সংযোজিত সেবা (ভ্যাস) লাইসেন্স নিয়ে ইতোমধ্যে আপত্তি জানিয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় দুই অপারেটর গ্রামীণফোন ও বাংলালিংক। গত মে মাসে পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে মোবাইল ফোনের মূল্য সংযোজিত সেবা (ভ্যাস) লাইসেন্সের খসড়া নীতিমালা নিয়ে আপত্তি জানান গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টোরে জনসেন এবং ওরাসকম টেলিকমের গ্রুপ সিইও আহমেদ আবু দোমা। খসড়া নীতিমালা পুনর্বিবেচনার দাবি জানান তারা।

এরপর ভ্যাস নীতিমালার দাবিতে এক জোট হয় বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি তথা বিসিএস, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ তথা আইএসপিএ, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং তথা ব্যাকো, বাংলাদেশ মোবাইল ফোন ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং কনটেন্ট প্রোভাইডারস অ্যান্ড এগ্রিগেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ নামের ছয়টি সংগঠন। গত ৩০ মে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস তথা বেসিসের উদ্যোগে এ বিষয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিসিএস সভাপতি মো: ফাইজুল্লাহ খান, বেসিস সভাপতি মাহবুব জামান, আইএসপিএবি পরিচালক মকবুর রহমান, ব্যাকো সভাপতি আহমাদুল হক, বিএমপিআইএ সভাপতি মোস্তফা রফিকুল ইসলাম, সিপিএএবি সভাপতি সাইফুল ইসলামসহ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ও বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মোবাইল ফোন অপারেটরদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটর অব বাংলাদেশ তথা অ্যামটব সেক্রেটারি জেনারেল আবু সাঈদ খান, গ্রামীণফোনের পরিচালক (কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন) মো. মুনির হোসেনসহ মোবাইল ফোন অপারেটর প্রতিনিধিরা। গোলটেবিল বৈঠকে 'বর্তমানে ভ্যাস শিল্প কোনো লাইসেন্স নিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয়, এজন্য বর্তমান ক্ষুদ্র সফটওয়্যার ও আইটি উদ্যোক্তাদের মেধার ও কাজের যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না' বলে অভিমত প্রকাশ করেন তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা।

ভ্যাস শিল্প যেহেতু কোনো লাইসেন্স দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয়, সে কারণে বর্তমান ক্ষুদ্র সফটওয়্যার ও আইটি উদ্যোক্তারা তাদের মেধার ও কাজের যথাযথ মূল্যায়ন পাচ্ছেন না যুক্তি টেনে ভ্যাসের খসড়া নীতিমালাকে একটি সময়োচিত পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে তারা বলেন, মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে এ ধরনের একটি সার্ভিস দেয়ায় যে প্রতিষ্ঠান কনটেন্ট তৈরি করছে, সে মাত্র শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ রাজস্ব পাচ্ছে। বাকি অংশ অপারেটরদের কাছে চলে যাচ্ছে। আর তাই খসড়া নীতিমালা বাস্তবায়ন হলে সৃজনশীলতার মূল্য পাওয়া যাবে বলে আশা করেন তারা।

অপরদিকে তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের অভিমতে পূর্ণ সমর্থন দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন দেশে মোবাইল সেবাপ্রদানকারী বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত পাঁচটি টেলিকম অপারেটর প্রতিনিধিরা। ভ্যাসের খসড়া নীতিমালা সম্পর্কে গ্রামীণফোনের পরিচালক (কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন) মো. মুনির হোসেন বলেন, টুজি লাইসেন্স নবায়ন ও স্পেকট্রাম চার্জে অপারেটরদের বিপুল অংকের টাকা দিতে হয়েছে, আমরা চাই ভ্যাস বৃদ্ধি হোক। কিন্তু মোবাইল সেক্টরের কথাও ভাবা উচিত।

তার ভাষায়, খসড়া নীতিমালায় আইনের দিকগুলো আরো ভালোভাবে তৈরি করা দরকার ছিল। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোকে সাথে নিয়েই এই নীতিমালাগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। তাদের ব্যবসার বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো নীতিমালা তৈরি করা উচিত নয়। ভ্যাসের জন্য মোবাইল কোম্পানিগুলোর অনেক কিছু করার আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস নীতিমালা আরো স্বাধীনভাবে বিনিয়োগ করার সুযোগ দেয়। সবার জন্য গ্রহণযোগ্য একটি নীতিমালা তৈরি করলে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস নিয়ে সবাই এক সাথে চলতে পারবে।

একই বিষয়ে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিস সভাপতি মাহবুব জামান বলেন, খসড়া নীতিমালার পক্ষে বা বিপক্ষে এটি কোনো বিষয় নয়, অপারেটররা বড় অংকের টাকা বিনিয়োগ ▸

মাহবুব জামান

করেছে তা ঠিক, তবে সব সময় তাদের ওপর নির্ভর থাকতে হবে তাও ঠিক নয়। বিকাশমান এ খাতটিকে কিভাবে আরো প্রসারিত করা যায় সেটিই এখন মূল বিষয়।

তার মতে, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের জন্য নতুন ধরনের সার্ভিস চালু করতে হবে। মোবাইল ফোনে বাংলা ভাষা চালু হলে এই ক্ষেত্রে আরো নতুন সেবা চালু করা যাবে। তাই আমাদের দরকার ভালো একটি ভ্যাসের নীতিমালা।

এমভ্যাস নীতিমালার খসড়ায় সহমত পোষণ করেছেন বাংলাদেশ মোবাইল ফোন ইমপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মোস্তফা রফিকুল ইসলাম। তার মতে, এখন ভ্যাসের জন্য একটি ভালো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আমরা সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারব।

তিনি বলেন, মোবাইল কোম্পানিগুলো তৈরি করবে রাস্তা, আর অন্য কোম্পানিগুলো তৈরি করবে গাড়ি। এ দুইয়ে মিলেই এগিয়ে যাবে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস। আর এজন্য উভয়েরই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং অধিকারের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

তিনি আরও বলেন, রাস্তা দিয়ে কী ধরনের গাড়ি চলবে তার ওপর সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করাটা যেমন যৌক্তিক, তেমনি গাড়িতে আমি কী

মোস্তফা রফিকুল ইসলাম

বহন করছি তার ওপর চার্জ আরোপ করাটা সড়ক কর্তৃপক্ষের কাজ হতে পারে না।

অনুরূপভাবে কনটেন্ট প্রোভাইডারস অ্যান্ড অ্যাগ্রিগেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সাইফুল ইসলাম বলেছেন, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকারি হলো ভালো আইডিয়া। যত বেশি ভালো আইডিয়া বের করা যাবে, ভ্যাস সবার কাছে তত বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

প্রায় একই সুরে ব্যারিস্টার আনির হক বলেছেন, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের আইনের দিকগুলো বেশি স্বচ্ছ রাখতে হবে। আইনের দিকগুলো স্বচ্ছ না থাকলে ভ্যাস নিয়ে সবার মাঝে বিভিন্ন ঝামেলা লেগেই থাকবে।

ভ্যাস নীতিমালায় নিজের মৌন সম্মতি জানিয়ে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিংয়ের প্রেসিডেন্ট আহমেদুল হক ভ্যাস নীতিমালায় আরো কিছু বিষয় যুক্ত করার দাবি জানান। তিনি বলেন, এই নীতিমালায় এমন কিছু বিষয় আছে যেখানে এই ব্যবসার সাথে যুক্ত অনেক কোম্পানির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

একইভাবে সরাসরি মন্তব্য এড়িয়ে গিয়ে কূটনৈতিক মন্তব্য করেন মোবাইল ফোন অপারেটরদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটর অব বাংলাদেশ তথা অ্যামটব সেক্রেটারি জেনারেল আবু সাঈদ খান। ভ্যাস নীতিমালার খসড়া সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা কেউ কারো প্রতিপক্ষ নই, তবে এ শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের দিকে লক্ষ রেখে সবাইকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তবে ভ্যাস নীতিমালা দীর্ঘমেয়াদে উভয় পক্ষের জন্যই ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে

আবু সাঈদ খান

মন্তব্য করেছেন বেসিসের সহ-সভাপতি এবং বিডি জবসের প্রধান নির্বাহী ফাহিম মাশরুর। তিনি বলেন, লাইসেন্সিং নিয়ে মোবাইল অপারেটররা যে বিতর্ক তুলছে তা নীতিমালার বিরোধিতা করার মূল রহস্য নয়। এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে এই খাতে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এটা মোটেই কাম্য নয়। একচেটিয়া ব্যবসার দিন এখন শেষ। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই কিন্তু ব্যবসার আয় বাড়ে এটাও তাদের ভুলে গেলে চলবে না। কেননা ভ্যাস নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে মোবাইলে নন-ভয়েস সেবার পরিধি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে। বৃদ্ধি পাবে সেবা গ্রাহকদের সংখ্যাও। স্বভাবত ক্যারিয়ার হিসেবে তারা যথেষ্ট আয় করতে সক্ষম হবে।

তিনি বলেন, এ মুহূর্তে বাংলাদেশে প্রায় ৯ কোটি মোবাইল ব্যবহারকারী আছেন। প্রতিবছর মোবাইল ফোনগ্রতি ব্যবহারকারী গড়ে ২ হাজার টাকা খরচ করে থাকেন। যার বেশিরভাগ অংশই কথা বলে খরচ করেন ব্যবহারকারীরা। শতকরা মাত্র ৪ ভাগ খরচ হয় বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস ব্যবহার করে। যার পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম।

তিনি আরও বলেন, আমাদের পাশের দেশ ভারতে শতকরা প্রায় ১০ ভাগ খরচ করে ভ্যাস ব্যবহার করে। দেশে এই শতকরা ৪ ভাগের মধ্যে তথ্য, বিনোদন এবং মোবাইল ফোনের বিভিন্ন সুবিধা ব্যবহার করেন ব্যবহারকারীরা।

ভ্যাস নীতিমালার প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, স্বল্পমেয়াদে এটি নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। আর দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন রকমের কনটেন্ট বা ইনোভেটিভ সার্ভিস বাড়বে। এর ফলে এই সেবা ক্যারিয়ার বা অপারেটরদেরও ব্যবসায় বাড়বে।

তাহলে অপারেটররা নীতিমালা নিয়ে আপত্তি করছে কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অপারেটররা আজ লাইসেন্সপ্রাপ্তির বিষয়ে যতটা না চিন্তিত তার চেয়ে বেশি শঙ্কায় পড়ছে আয় ভাগাভাগির বিষয়ে। তাছাড়া এতদিন তারা মোবাইলভিত্তিক নন-ভয়েস অ্যাপ্লিকেশন সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে আসছিল। নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে সেই সুযোগটা আর থাকবে না। তখন দৃশ্যপটটি পাল্টে গিয়ে সেবা অ্যাপ্লিকেশন উদ্ভাবকেরা বায়ার মর্যাদা লাভ করবেন। আর অপারেটররা হবে ক্যারিয়ার।

আলাপকালে বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান তুলে ভ্যাসকে কিভাবে সবার কাছে আরো গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় সে বিষয়ে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ফাহিম মাশরুর।

ফাহিম মাশরুরের মতোই ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস বা ভ্যাসের খসড়া নীতিমালাকে যুগান্তকারী আখ্যা দিয়েছেন কনটেন্ট

ফাহিম মাশরুর

প্রোভাইডারস অ্যান্ড এগ্রিগেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল ফয়সাল অলিম। তার মতে, আপাত দৃষ্টিতে নীতিমালাটি অপারেটরদের বিপক্ষে যাচ্ছে বা তাদের অধিকার খর্ব করছে মনে হলেও ভ্যাস নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে অপারেটর ও কনটেন্ট প্রোভাইডারদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করবে।

একান্ত আলাপচারিতায় দেশের প্রথম মোবাইল ফোন কনটেন্ট ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান 'উইনটেল'-এর প্রধান নির্বাহী ফয়সাল অলিম বলেন, এটি আরও অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। গত এক দশক ধরে বিটিআরসি এটা নিয়ে কাজ করেছে। সম্প্রতি এর একটি খসড়া প্রকাশ করেছে। আমরা এটিকে স্বাগত জানাই। আশা করছি আগামী অর্থবছরে এর বাস্তবায়ন দেখতে পাব।

ফয়সাল অলিম

নীতিমালাটি বাস্তবায়িত হলে কনটেন্ট ডেভেলপারদের মধ্যে ▸

বিরাজমান অসন্তোষ এবং পুঞ্জিভূত ক্ষোভের অবসান ঘটাবে বলে মত প্রকাশ করেন ফয়সাল অলিম। তিনি বলেন, এর ফলে মোবাইলভিত্তিক নন-ভয়েস সেবার মান যেমন বাড়বে, তেমনি বাড়বে এর পরিধিও। এতে করে মোবাইল অপারেটররাও উপকৃত হবে। তাদের সেবার ভলিউম বাড়বে।

তিনি আরও বলেন, ভ্যাসের লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেনো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। বিদেশী কোম্পানিগুলোকে এককভাবে লাইসেন্স দেয়া না হয়। কেননা এটা করা হলে তারা একতরফাভাবে দেশী মার্কেট দখল করে নিতে পারে। তাই তাদের জন্য নীতিমালা আরো একটু কঠিন করা উচিত বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন তিনি। তিনি বলেন, এই নীতিমালা প্রকারান্তরে অপারেটর এবং ভ্যাস প্রোভাইডার উভয়ের কাছেই লাভবান হিসেবে বিবেচিত হবে।

শামীম আহসান

ঠিক একই সুর অনুরণিত হয়েছে এখনই ডটকমের প্রধান নির্বাহী শামীম আহসানের। তিনি বলেন, ভ্যাস নীতিমালাটি দেশে নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে নবদিগন্তের সূচনা করবে। এই নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে দেশের ৯ কোটি ৬০ লাখ তরুণ খুঁজে পাবে কর্মক্ষেত্রের নতুন ঠিকানা।

এখনই ডটকমের সাথে বর্তমানে ২০০ উদ্যোক্তা নিবিড়ভাবে কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তরুণ এসব উদ্যোক্তা তাদের কাজের মূল্যায়ন পেলে তারা শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেই অবদান রাখবে না, নতুন নতুন সেবা উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমাজকেও বদলে দিতে পারবে।

তবে খসড়া নীতিমালাটি আখেরে খুব একটা সুফল বয়ে আনবে না বলেই মনে করেন টেলকো কর্ণধাররা। নীতিমালার সাথে সরাসরি বিরোধিতা না করে এতে সার্ভিস প্রোভাইডার এবং অপারেটরদের সমান অধিকার দাবি করেছেন বাংলালিংক মার্কেটিং সিনিয়র ডিরেক্টর শিহাব আহমাদ। তিনি বলেন, টেলিকম সেক্টরে সেবাপ্রদানকারী স্টেকহোল্ডারদের জন্য কোনো ধরনের সঙ্কোচনমূলক সিদ্ধান্ত নেয়া মোটেই যৌক্তিক হবে না।

তার মতে, হাইস্পিড ডাটা কানেক্টিভিটি বা থ্রি-জির সুফল জনগণের কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে পৌঁছে দিতে হলে অপারেটরদেরকে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস থেকে দূরে রাখার পন্থা এই বিকাশমান খাতে যেমন

শিহাব আহমাদ

সুফল উপহার দেবে না, তেমনি এই জাতীয় প্রান্তিকধর্মী উদ্যোগ সরকারের বিঘোষিত ডিজিটাল নীতিমালার জন্যও সহায়ক হবে না।

শিহাব আহমাদ মনে করেন, অপারেটরদের হাইস্পিড ডাটা কানেক্টিভিটি সেবার পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে গেলে ঝুঁকির মুখে পড়বে টেলিকম খাতের ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ।

এদিকে মোবাইল অপারেটরদের এসব বক্তব্যে ব্যবসার চেয়ে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ হারানোর সুরই বেশি অনুরণিত হচ্ছে, এমন আভাস দিয়েছেন বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি তথা বিসিএস সভাপতি মো: ফাইজুল্লাহ খান। তার ভাষায়, খসড়া নীতিমালাটি বাস্তবায়িত হলে সার্ভিস প্রোভাইডারদের ওপর থেকে মোবাইল অপারেটরদের নিয়ন্ত্রণ কমবে। কিন্তু ব্যবসায় বাড়বে। এখন এসএমএস বাদে নন-ভয়েস সার্ভিস থেকে যেখানে এক শতাংশে রাজস্ব আয় হচ্ছে, নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে এটা ৪ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও বলেন, ভ্যাস খসড়া নীতিমালা নিয়ে দুই পক্ষের কারোই ভীতির কিছু নেই।

মো: ফাইজুল্লাহ খান

উভয়পক্ষই এতে উপকৃত হবে। এতদিন কোনো নিয়মনীতি না থাকায় যে ভুল বোঝাবুঝির অবতারণা ঘটছিল তারও অবসান ঘটবে।

মোবাইল অপারেটররা আজ যে বিনিয়োগভীতি চাউর করছে আদতে এটা কিন্তু এ দেশ থেকেই দিনে দিনে আয় করে এত বিপুল পরিমাণ মূলধন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। পুনঃ বিনিয়োগ করে আজ তারা মহীরুহে আসীন হয়েছে। তাই জাতিগতভাবেই এটা মেনে নেয়া উচিত নয়।

এমন বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস নীতিমালা নিয়ে টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি প্রণীত খসড়া নীতিমালা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিয়া আহমেদের অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস তথা ভ্যাস গাইডলাইন নিয়ে মোবাইল অপারেটরদের সাথে বিটিআরসির দেন-দরবার চলছে। কিন্তু আমরা কনটেন্ট প্রোভাইডারদের স্বার্থ ছেড়ে দেব না। ভ্যাস দিয়ে শুধু মোবাইল অপারেটররা লাভ করবে তা হবে না।

পক্ষে-বিপক্ষে যতই যুক্তি-পাল্টাযুক্তি থাকুক না কেনো বিশ্লেষকদের মতে, অবিলম্বে বাংলাদেশে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের জন্য সুস্পষ্ট একটি নীতিমালা করা উচিত। নীতিমালাটি যেনো দেশের তথ্যপ্রযুক্তি উন্নতির জন্য কাজে আসে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। একই সাথে স্মরণে রাখা দরকার কারো বিরুদ্ধে যায় এমন নীতিমালা কোনো পক্ষের জন্য উপকারী নয়। টেলিকম

অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিয়া আহমেদ

খাতের আজকের এই পুষ্টতার পেছনে টেলিকম অপারেটরদের অবদান মোটেই ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই। এটাকে শুধুই ব্যবসার মানদণ্ডে বিচার করাটাও সমীচীন হবে না। একই সাথে টেলিকমকে আরও বিস্তৃত করতে এর সাথে সামাজিক সেবা যুক্ত করাটাই এখন সময়ের দাবি। গ্রাহক বৃদ্ধির চেয়ে এখন সেবার পরিধি ও বৈচিত্র্য বাড়ানোর প্রতিই বেশি মনোযোগী হতে হবে।

আর এ যাত্রাটি কিন্তু ইতোমধ্যে শুরুও হয়েছে। দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক বিস্তারের পাশাপাশি ভ্যালু অ্যাডেড সেবা দেয়ার জন্য শুরু থেকেই সক্রিয় গ্রামীণফোন। তথ্য-বিনোদন-ব্যবসা আর লাইফস্টাইল নিয়ে পাঁচটি স্বতন্ত্র ক্যাটাগরিতে মোট ১৮ ধরনের মূল্য সংযোজিত সেবা দিচ্ছে গ্রামীণফোন। এগুলোর মধ্যে খেলাধুলা, চাকরি, ইসলামিক এবং ডিরেক্টরি তথ্যসেবা যেমন রয়েছে তেমনি আছে ওয়েলকাম টিউন, রিংটোন, মিউজিক রেডিও এবং মিউজিক নিউজ তথ্যসেবাও। আছে সেল বাজার এবং মোবিক্যাশের মতো মূল্য সংযোজিত সেবা।

একইভাবে বাংলালিংক পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস দিচ্ছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে তথ্য, বিনোদন, ডাটা, কল ব্যবস্থাপনা এবং মোবাইল ফিনান্সিয়াল সেবা। সেবাগুলো হচ্ছে 'বাংলালিংক স্টক ইনফো', 'আমার টিউন', 'হেলথলিংক', 'বাংলালিংক মিউজিক স্টেশন' এবং 'কৃষি জিজ্ঞাসা'।

দেশে মুঠোফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর চিত্র

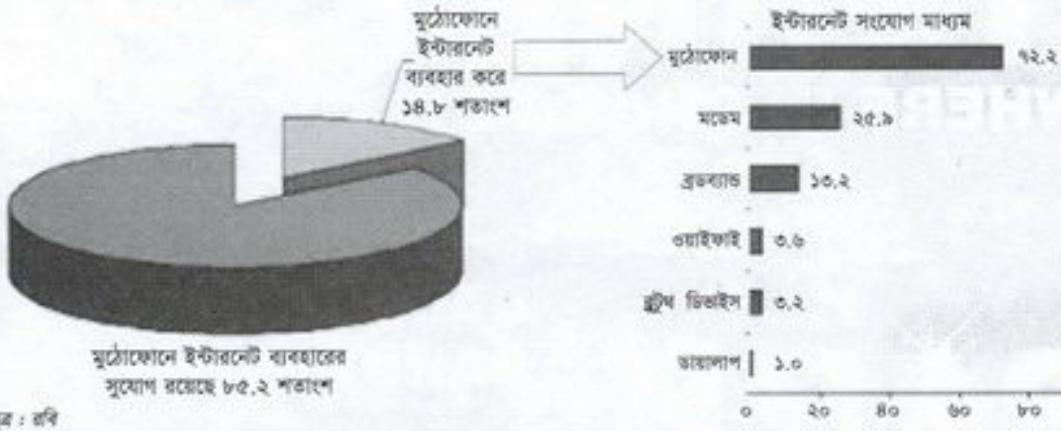

সূত্র : রবি

ভার্চুয়াল দুনিয়ায় ফেসবুকের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। বাংলাদেশেও রয়েছে ১ কোটি ৮০ লাখ বন্ধু। এদের একটি বড় অংশই মুঠোফোনে ফেসবুক ব্যবহার করেন। ফেসবুকের মতো ইন্টারেক্টিভ কনটেন্ট যত বাড়বে ইন্টারনেট ও মুঠোফোনের মতো সংযোগ মাধ্যম বা সেতুবন্ধন ততটাই প্রসার লাভ করবে।

এভাবেই দিন দিন মোবাইল অপারেটররা তাদের পণ্যসারিতে যুক্ত করছে নিত্যনতুন নন-ভয়েস সেবা। মোবাইল নেটওয়ার্কের মহাসড়ক দিয়ে চলছে তথ্য-বিনোদোন-লেন-দেননির্ভর বহুমাত্রিক সেবার গাড়ি। কিন্তু এই সেবার পরিধি বাড়তে থাকলেও শুরু থেকেই সেবা উদ্ভাবক বা নির্মাতাদের জায়গা হয়েছে সাইড লাইনে। এমন পরিস্থিতিতে বাড়তে থাকে স্বত্ব, মুনাফা বণ্টন এবং সর্বোপরি আইডিয়া চুরির মতো নানা অভিযোগ। এরপর বিষয়টি নিয়ে টেলিকম খাতের অন্দরমহলে বিরাজ করতে থাকে অস্থিরতা। গত মাসে এমভ্যাস নীতিমালার খসড়া প্রকাশের পর এটি প্রকাশ্য রূপ নেয়। বিষয়টি নিয়ে জনমত গড়তে নিজেদের বঞ্চনা, অধিকার আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা প্রচারে সরব হয়ে ওঠেন মুঠোফোনের নন-ভয়েস সেবা অ্যাপ্লিকেশন উদ্ভাবকেরা। অপরদিকে অনেকটা সঙ্গোপনেই উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে। এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে কোনো দিক-নির্দেশনা কিংবা স্পষ্ট বক্তব্য দেয়নি তারা।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এ অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের কাছ থেকে লিখিত পরামর্শ বা আপত্তি নিয়ে তারপর এটি চূড়ান্ত করা উচিত। তবে আলোচনার নামে যেনো সময় ক্ষেপণ করা না হয় সে জন্য এ ক্ষেত্রে একটি টাইমলাইন বেঁধে দেয়াটাই যৌক্তিক বলে মনে করেন তারা। আর বাজার গবেষকদের মতে, বাংলাদেশে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস ব্যবসায় প্রসারের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান পদ্ধতিগত কারণে এ ব্যবসায় আর্থিক প্রণোদনা না থাকায় উদ্যোক্তারা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারছেন না। যদিও এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা সাধারণ নাগরিকদের মুঠোফোননির্ভর বিভিন্ন নাগরিক সেবা দেয়ার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু এই উদ্যোগে সবাইকে স্বপ্রণোদিতভাবে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দিতে না পারলে অচিরেই তা মুখ থুবড়ে পড়বে।

ফিডব্যাক : netdut@gmail.com

"ইন্টারনেটে আয়" এর প্রশিক্ষণ

অন্যের সাহায্য ছাড়াই মাসে ৪২,০০০++ টাকা আয়ের প্রশিক্ষন

আজীবন সহায়তা

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবচেয়ে সহজ আয় হলো Adsense ও Affiliate। ইংরেজী পড়তে পারে এমন যে কেউ এই আয় করতে পারেন। প্রয়োজন শুধু নিজের একটা Website।

ইন্টারনেটে আয়ের উপর পূর্ণাঙ্গ দক্ষ ও আত্ম নির্ভরশীল হওয়ার প্রশিক্ষন দিচ্ছে MHRDO.

প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন "অনলাইন মানি আর্নিং ফর্মূলা" বইয়ের লেখক জনাব "নাহিদ মিথুন"

যোগাযোগ করুন 01711-237484

www.mentorbd.net